অক্টোবর মাসের প্রথম পক্ষের কৃষি

সুপ্রিয় কৃষিজীবী ভাইবোন, আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা। বৃষ্টি ভেজা প্রকৃতি এখন সবুজ শ্যামলিমায় ভরপুর, কাশবনের আলোড়ন সবই জানান দিচ্ছে প্রকৃতির পরিক্রমায় এখন শরৎকাল। বর্ষা পরবর্তী ক্ষতিটাকে পুষিয়ে নেয়া এবং প্রয়োজনীয় কাজগুলো যথাযথভাবে শেষ করার জন্য এসময়ে কৃষিতে করণীয় বিষয়গুলো সংক্ষেপে নিম্নে দেয়া হলোঃ

আমন ধানঃ আমন ধান ক্ষেতের অর্ন্তবর্তীকালীন যত্ন নিতে হবে। রোপা আমন ধানের জমিতে ইউরিয়া সারের শেষ কিস্তি উপরি সার প্রয়োগ করুন। তবে কাইচ থোর আসার ৫-৭ দিন পূর্বে ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগ করতে হয়। এসময় বৃষ্টির অভাবে ধানের জমি শুকিয়ে যেতে পারে। সেজন্য সম্পূরক সেচ দিতে হবে। পানি সাশ্রয়ে প্রয়োজনে ফিতা পাইপ ব্যবহার করে সেচ দেয়া যেতে পারে। আমন মৌসুমে মাজরা, পামরি, চুঙ্গি, গলমাছি পোকার আক্রমণ হতে পারে। এক্ষেত্রে নিয়মিত জমি পরিদর্শন করে, জমিতে খুঁটি দিয়ে, আলোর ফাঁদ পেতে, হাত জাল দিয়ে পোকা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। খোল পোড়া ও পাতায় দাগ রোগ দেখা যেতে পারে। সঠিক বালাইনাশক সঠিক মাত্রায়, সঠিক নিয়মে, সঠিক পদ্ধতিতে শেষ কৌশল হিসেবে ব্যবহার করতে হবে।
রবি মৌসুমে ব্যবহারের জন্য সংরক্ষিত বীজ ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করুন। প্রয়োজনে রোদে দিয়ে বীজ ঠান্ডা করে পুনরায় সংরক্ষন করুন।
আখ ঃ এ সময় আখ ফসলে লাল পচা রোগ দেখা দিতে পারে। লাল পচা রোগের আক্রমণ হলে আখের কান্ত পচে যায় এবং হলদে হয়ে শুকিয়ে যেতে থাকে। এজন্য আক্রান্ত আখ তুলে পুড়িয়ে ফেলতে হবে এবং জমিতে যাতে পানি না জমে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। এছাড়া রোগ মুক্ত বীজ বা শোধন করা বীজ ব্যবহার করলে অথবা রোগ প্রতিরোধী জাত চাষ করলে লাল পচা রোগ নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। লাল পচা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন কয়েকটি আখের জাত হচ্ছে ঈশ্বরদী ১৬, ২০, ২১। আখের চারা উৎপাদন করার উপযুক্ত সময় এখন। সাধারনত বীজতলা ও পলিব্যাগ পদ্ধতিতে চারা উৎপাদন করা যায়। পলিব্যাগে চারা উৎপাদন করা হলে বীজ আখ কম লাগে এবং চারার মৃত্যুহার কম হয়। চারা তৈরি করে বাড়ির আঙিনায় সুবিধাজনক স্থানে সারি করে রেখে খড় বা শুকনো আখের পাতা দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে। চারার বয়স ১-২ মাস হলে মূল জমিতে রোপন করতে হবে। কাটুই বা মাজরা পোকা যেন চারার ক্ষতি করতে না পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

কলাঃ এ মাসে কলার চারা রোপণ করা সবচেয়ে বেশী লাভজনক। এতে ১০-১১ মাসে কলার ছড়া কাটা যায়। তবে ভাল উৎস থেকে কলার অসি চারা সংগ্রহ করতে হবে। কলা বাগানে সাথী ফসল হিসেবে মিষ্টিকুমড়া,লালশাক,টমেটো,বেগুন চাষ করা যেতে পারে।

শাকসবজিঃ এ মাসে লাউ ও শিমের বীজ বপন করার জন্য ৪-৫ মিটার দূরে দূরে ৭৫ সেমি. চওড়া এবং ৬০ সেমি. গভীর করে মাদা বা গর্ত তৈরি করতে হবে। এরপর প্রতি মাদায় ২০কেজি গোবর, ২০০ গ্রাম টিএসপি এবং ৭৫গ্রাম এমওপি সার প্রয়োগ করতে হবে। মাদা তৈরি হলে প্রতি মাদায় ৪-৫টি বীজ বুনে দিতে হবে । এ সময় আগাম শীতকালীন সবজি চারা উৎপাদনের কাজ শুরু করা যেতে পারে। সবজি চারা উৎপাদনের জন্য উঁচু এবং আলো বাতাস লাগে এমন জায়গা নির্বাচন করতে হবে। ইতোমধ্যে রোপনকৃত আগাম শীতকালীন সবজি (লাউ, শিম, বেগুন, টমেটো, ওলকাপি, মূলা ইত্যাদি) সবজির প্রয়োজনীয় পরিচর্যা করতে হবে।

গাছপালাঃ বর্ষায় রোপণ করা চারা কোন কারণে মরে গেলে সেখানে নতুন চারা রোপনের উদ্যোগ নিতে হবে। রোপণ করা চারার যত্ন নেয়া প্রয়োজন। বড় হয়ে যাওয়া চারার সঙ্গে বাঁধা খুঁটি সরিয়ে দিতে হবে। মরা বা রোগাক্রান্ত ডালপালা ছেঁটে দিতে হবে। যারা এখনও গাছ রোপন করেণনি তাড়াতাড়ি রোপন করুন। বিশেষকরে লেবু জাতীয় ফলদ গাছের চারা বা কলম দ্রুত রোপন করুন। এসময় সেচ-নিকাশের দিকে বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে। রাস্তার পাশে দলীয়ভাবে তাল এবং খেজুরের চারা রোপন করা উচিত।

কৃষির যেকোনো সমস্যা সমাধানের জন্য আপনার এলাকায় নিয়োজিত উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা অথবা নিকটস্থ উপজেলা কৃষি অফিসে যোগাযোগ করুন। কৃষি কল সেন্টারের ১৬১২৩ নম্বর বা কৃষক বন্ধু সেবার ৩৩৩১ নম্বরে যেকোনো মোবাইল অপারেটর থেকে কল করে জেনে নিতে পারেন কৃষি বিশেষজ্ঞের পরামর্শ।

কৃষিবিদ মোঃ মনিরুল ইসলাম
জেলা প্রশিক্ষণ অফিসার
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর,ঝালকাঠি